দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারের নির্দেশ

শাহজাহান শুভ : বিভিন্ন সময়ে বেদখল হয়ে যাওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি উদ্ধারে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। জানা গেছে, বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতছাড়া হওয়া জমি দখলমুক্ত করতে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একযুগে এ সংক্রান্ত পত্র দেয়া হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ সম্পর্কিত একটি চিঠি দেয়া হয়। ওই চিঠির প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৮ মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) চিঠি দেয়। সর্বশেষ গত ২২ জুন ইউজিসি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে একযুগে এ পত্র পাঠায়। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়, পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই সরকারী জায়গা জমি বেদখল হওয়া এবং দখলমুক্ত করা সরকারী সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই সরকারী জমি রক্ষার্থে পৃঃ ৮ঃ কঃ ৪.

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেদখল

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থার মালিকানায় যেসব সরকারী জমি রয়েছে তার একটি হালনাগাদ ইনভেন্টরি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া যেসব সংস্থার সরকারী জমি ইতিমধ্যে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অবৈধ দখলে চলে গেছে, সেসব জমি দখলমুক্ত করার জন্যও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এ অবস্থায় সরকারী সম্পত্তির অবৈধ দখলমুক্ত করা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থার মালিকানাধীন সব সরকারী জমির হালনাগাদ ইনভেন্টরি প্রস্তুতের নিমিত্তে জরুরি ভিত্তিতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখলে আছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮০ একর জমি বেহাত হয়ে যায়। নতুন ভবন তৈরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন জমি নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজধানীর পূর্বাচলে। ৬৪০ একর জমি নিয়ে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি বিভাগে ৮৭৭ জন ছাত্র এবং ৬০ জন শিক্ষক ছিল। ৮৭ বছর পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৪শ' অধিক, ছাত্রছাত্রী প্রায় ৩৫ হাজার, বিভাগ ৪৯টি, ইনস্টিটিউট ৯টি, ব্যুরো ও গবেষণা কেন্দ্র ১৯টি এবং আবাসিক হল ১৮টি। অর্থাৎ গত ৮৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০ গুণ আর শিক্ষকের সংখ্যা ২৩ গুণ বেড়েছে। তবে কমে গেছে জমির পরিমাণ। সরকারের হুকুম দখল করা ৫৭ একরসহ ১২০ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭ বছরেও ফেরৎ পায়নি। বর্তমানে কাগজপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬০ একর জমি আছে। তবে এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জায়গা গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি।

জানা গেছে, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক মুসলিম হলের পার্শ্বে ছাত্রীদের জন্য এক হাজার আসনের একটি হল নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। ওই স্থান থেকে অবৈধ স্থাপনা ও বসবাসকারীদের উচ্ছেদ না করায় হল নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উত্তর পার্শ্বে এক সরকারী কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করছেন। তাকে বিভিন্ন সময় স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ দিলেও আজ পর্যন্ত তিনি বহাল তবিয়তে বাস করছেন। রোকেয়া হলের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করে দেয়া হয়েছে কুঁড়িঘর। তাকে ট্রেজারার ও স্টাট অফিস থেকে বারবার নির্দেশ দিলেও তা সরানো সম্ভব হচ্ছে না।

সূত্র জানিয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হল এখন বহিরাগতদের দখলে। হলগুলো হল আব্দুর রহমান হল, আনোয়ার শফিক হল, শাহাবুদ্দিন হল, কুর্মিটোলা হল, প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমান হল, বজলুর রহমান হল, নজরুল ইসলাম হল, এরশাদ হল, বাণীভবন হল, শহীদ আজমল হোসেন হল, রউফ মজুমদার হল, সাইদুর রহমান হল। বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিদস্যু নানা ধরনের চক্রান্ত করে জাল দলিল করে নিজের বলে দাবী করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় হলগুলো দখলের চেষ্টা করলেও নানা কারণে উদ্ধার করতে পারেনি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি হলও তাদের দখলে নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে উঠেছে বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সূত্র জানিয়েছে, রাজনৈতিক সরকারের ছত্রছায়ায় এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়ে আছে। কর্তৃপক্ষ এসব জমি উদ্ধারে উদ্যোগ নিলেও নানা জটিলতায় তা উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু পরিমাণ জমিতে গড়ে উঠেছে অবৈধ বসতি। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেদখল হয়েছে। এসব জমি উদ্ধারে চেষ্টাও করা হয়েছে। তিনি বলেন, শহীদুল্লাহ হলের পাশে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। তবে অবৈধ স্থাপনা ও বসতি উচ্ছেদ না হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ করা সম্ভব হলে অবিলম্বে হল নির্মাণের কাজ শুরু হবে।